



21249 - কুফররে প্রকারসমূহ

প্রশ্ন

আমি(12811) নং প্রশ্নরে উত্তরে পড়ছি যে বড় কুফর মুসলিম মল্লিলাত থেকে বরে করে দেয়ে। আমি আপনাদরে কাছে উদাহরণসহ কুফররে প্রকারসমূহ জানতে চাই।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

কুফর ও এর প্রকারগুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ যাত করে এর থেকে সতর্ক থাকা ও বঁচে থাকা যায়। আলমেরা কুফরকে কয়কে প্রকারে ভাগ করছেন। এ প্রকারগুলোর অধীনে শরিকরে অনেকে রূপ ও প্রকার অধিকৃত; যথা: ১- অস্বীকার ও অবশ্বাসরে কুফর, ২- বম্বিখতা ও ধ্বংটার কুফর, ৩- মুনাফকীর কুফর, ৪- সন্দহে ও সংশয়ের কুফর।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

جدول المحتويات

- কুফর ও কুফররে প্রকারভদে জানার গুরুত্ব
- কুফর কী?
- ইসলাম থেকে বরে করে দেয়ে এমন বড় কুফররে প্রকারসমূহ

কুফররে স্বরূপ ও প্রকারভদে নয়ি আলোচনা বশে দীর্ঘ। তবে আমরা নমিনোকৃত পয়নেটগুলোর আলোকে সংক্ষপে কিছু কথা বলব:

কুফর ও কুফররে প্রকারভদে জানার গুরুত্ব

কুরআন-সুন্নাহর দললিসমূহ প্রমাণ করে যে দু'টো বম্বিয় বাস্তবায়ন করা ছাড়া ঈমান শুদ্ধ নয় ও গ্রহণযোগ্য নয়। এ দু'টো বম্বিয়ই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে সাক্ষ্য দয়োর মর্ম। সে দু'টো বম্বিয় হচ্ছ: ১। তাওহীদরে (একত্ববাদরে) স্বীকৃতি দয়ি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। ২। সকল প্রকার কুফর ও শরিক থেকে বঁচে থাকা।

কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো কিছুকে স্পষ্টরূপে জানা-চেনার আগে সটো থেকে বঁচে থাকা ও সটোকে পরহির করা সম্ভবপর নয়। এর থেকে বোঝা গলে যে, তাওহীদ শেখা জরুরী; যাতে করে এর উপর আমল করা যায় এবং এটি বাস্তবায়ন করা যায়। আবার কুফর ও শরিক জানাও জরুরী; যাতে করে সটো থেকে সতর্ক থাকা যায় ও সটোকে পরহির করা যায়।

কুফর কী?

কুফরের আভিধানিকি অর্থ: কোনো কিছুকে ঢাকা ফেলা, আবৃত করা।

শরয়ি পরভাষায় কুফর হলো: ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে উপর ঈমান না-আনা। এর সাথে অবশ্বাস করা যুক্ত হোক বা না-হোক। কবেল সন্দেহ-সংশয়বশতঃ হোক। কথিবা হত্বিসা, ধ্বষ্টতা বা রাসূলরে অনুসরণ থেকে বম্বিকারী কিছু কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে ঈমান গ্রহণ করা থেকে বম্বিখ থাকা হোক। তাই কুফর হলো প্রত্যকে এমন ব্যক্তির বশেষ্ট্য আল্লাহ তায়াল্লা যা কছির প্রতি ঈমান আনা ফরয করছেনে এর কোন কছির সংবাদ যে ব্যক্তির কাছে পট্টোছার পর সে এটাকো অস্বীকার করে; চাই এ অস্বীকারকরণ শুধু অন্তর দয়িে হোক, মুখ দয়িে নয়; কথিবা শুধু মুখ দয়িে হোক, অন্তর দয়িে নয়; কথিবা উভয়টা দয়িে হোক অথবা এমন কোনো কাজ করার মাধ্যমে হোক যে কাজরে ব্যাপারে দললি উদ্ধৃত হয়ছে যে, এটি ব্যক্তিকি ঈমানরে উপাধি থেকে বহষিকারকারী’। দেখুন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়ার মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/৩৩৫), ইবনে হাযমরে ‘আল-ইহকাম ফী-উসূললি আহকাম’ (১/৪৫)।

ইবনে হাযম রাহমাহুল্লাহ তাঁর আল-ফাসল বইয়ে বলেন: ‘বরং সহহি দলীল অনুসারে যে বম্বিযটি বশ্বাস করা ছাড়া ঈমান সাব্যস্ত হয় না সটো অস্বীকার করা কুফর। যে বম্বিযটি উচ্চারণ করা কুফর বলে প্রমাণতি সটো উচ্চারণ করা কুফর। এবং যে কাজটিতে লপ্ত হওয়া কুফর বলে প্রমাণতি সে কাজ করাও কুফর।’

ইসলাম থেকে বরে করে দয়ে এমন বড় কুফররে প্রকারসমূহ

আলমেরা কুফরকে কয়কে প্রকারে ভাগ করছেনে। এ প্রকারগুলোর অধীনে শরিকরে অনেকে রূপ ও প্রকার অধিভুক্ত। যথা:

১- অস্বীকার ও অবশ্বাস করার কুফর। এই কুফর কখনো অন্তরে অবশ্বাস করার মাধ্যমে ঘটো। এটি কাফরেদরে মধ্যে কম পাওয়া যায়, যমেনটি ইবনুল কাইয়যমি রাহমাহুল্লাহ বলছেনে। আবার কখনো মটোখিকিভাবে অবশ্বাস করার মাধ্যমে ঘটো। আবার কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে মাধ্যমে অবশ্বাস করার মাধ্যমে ঘটো। তা এভাবে যে, ভতেরে ভতেরে সত্যকে জানা ও চেনোর পরো সটোকে গোপন করা এবং সটোর প্রতি নতি স্বীকার না করা; যমেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ব্যাপারে ইহুদিরে কুফরি। আল্লাহ তায়াল্লা তাদরে ব্যাপারে বলেন:

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به

“যখন তাদের এই পূর্ব জানা বিষয় তাদের কাছে এল তখন তারা তা কুফরি (অস্বীকার) করল।” [সূরা বাকারা: ৮৯]

তিনি আরো বলেন:

وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون

“আসলে তাদের একটি দল জ্ঞাতসারেই সত্যকে গোপন করছে।” [সূরা বাকারা: ১৪৬]

কারণ অবিশ্বাস করা কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষে থেকে ঘটতে পারে যে সত্যকে জানার পর সটোক প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে কাফরেগণ কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করাকে প্রকৃত ও ভতেরগত অবিশ্বাস হিসেবে আল্লাহ নাকচ করে দিয়েছেন। বরং সটেছিলি কেবল মতৌখিক অবিশ্বাস। তাই তও আল্লাহ তায়ালা বলছেন:

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتِ الله يجحدون

“তারা তও তোমাকে অবিশ্বাস করে না, বরং জালমেরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে (নিদর্শনাবলকি) অস্বীকার করে।” [সূরা আনআম: ৩৩]

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

“তারা অন্যায় ও অহঙ্কারবশতঃ সগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছিল। অথচ তাদের অন্তর সগুলোতে নশ্চিতি বশ্বাসী ছিল।” [সূরা নামল: ১৪]

এ কুফরের অধিকৃত হব হারাম কছিকে হালাল গণ্য করার কুফর। যে ব্যক্তি জানে যে, শরিয়তে এটি হারাম তদুপরিসে এটাকে হালাল গণ্য করে সে তও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসছেন সক্ষেত্রে তাকে অবিশ্বাস করল। অনুরূপভাবে শরিয়তে যা হালাল যে ব্যক্তি এটাকে হারাম গণ্য করে তার ব্যাপারটিও একই।

২- বমিখতা ও ধৃষ্টতার কুফর। যমেন: ইবলসিরে কুফর। তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِلَّا إِبْرَاهِيمَ أَبَى وَأَسْتَكْبَرُ ۚ بَرَّ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

“ইবলসি ছাড়া। সে আদশে অমান্য করল ও ধৃষ্টতা দেখাল। এভাবে সে কাফরিদের অন্তর্ভুক্ত হল।” [সূরা বাকারা: ৩৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ

“তারা বললে: আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করছি। তারপর তাদের মধ্যে একদল মুখ ফরিয়ে নিয়ে। ওরা মুমিনি নয়।” [সূরা নূর: ৪৭]

এ আয়াতে যে ব্যক্তি আমল করা থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়েছে তার ঈমানকে নাকচ করা হয়েছে, যদিও সে মটোখিকিভাবে ঈমান এনেছে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বম্বুখতার কুফর হলো সত্যকে বর্জন করা, সত্যকে না শোনা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা। চাই সে সত্য কোন কথা হোক, কোন আমল কথিবা হোক বশির্বাশ হোক। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُذِرُوا مُعْرِضُونَ

“আর যারা কুফর করেছে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে সে ব্যাপারে তারা বম্বুখ (ভ্রুক্ষপেহীন)।” [সূরা আহকাফ: ৩]

তাই যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে মটোখিকিভাবে মুখ ফরিয়ে নিয়ে, যমেন বলল যে, আমি এর অনুসরণ করব না, কথিবা কাজ দিয়ে মুখ ফরিয়ে নিয়ে, যমেন তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সত্য থেকে মুখ ফরিয়ে নেয়, সেটা শ্রবণ করা থেকে পলায়ন করা কথিবা কানে আঙুল দিয়ে রাখা যাত শুনতে না পায় কথিবা শুনলেও অন্তর দিয়ে ঈমান আনা থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়ে, কথিবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করা থেকে মুখ ফরিয়ে নিয়ে; সে বম্বুখতার কুফর করার মাধ্যমে কাফরে হয়ে গেলে।

৩- মুনাফকীর (কপটতার) কুফর। এটি হলো অন্তররে বশির্বাশ ও অন্তররে কর্ম বাস্তবায়ন না করার মাধ্যমে যে কুফর সংঘটিত হয়ে থাকে, যদিও বাহ্যতঃ লোক-দেখানো আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। এর উদাহরণ হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে সুললসহ অন্য সব মুনাফকিদরে কুফর যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .. الخ الآيات

“কিছু মানুষ আছে যারা বলে: আমরা আল্লাহ ও পরকালকে প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু আসলে তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহকে ও যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দেয়। আসলে তারা নজিদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না; কিন্তু তারা (সেটা) অনুভব করে না।” ... শেষে পর্যন্ত [সূরা বাকারা: ৮-২০]

৪- সংশয় ও সন্দেহের কুফর। সত্যকে অনুসরণ করার ব্যাপারে অথবা সত্য সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কারণ বান্দার প্রতি নির্দেশে হচ্ছে: রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে ‘সত্য’ জেনে নিশ্চিতি বশির্বাশ (ইয়াকীন) করা; যাত কোন সন্দেহ থাকবে না। তাই যে ব্যক্তি মনে করে যে, তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটা সত্য নাও হতে পারে, সে কুফরী করল। তার কুফরীটা হলো সন্দেহ বা অনুমানের কুফরী। যমেনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

“সে নজিরে প্রতি ফুলুমকারী অবস্থায় (অর্থাতঃ আল্লাহর নয়োমতেরে শুরুরিয়া আদায়েরে পরবির্তে মনে অহংকার আর অবশ্বাস নিয়ে) তার বাগানে প্রবশে করছেলি। সে বলছেলি: আমি মনে করি না, এই বাগান কখনো ধ্বংস হবে। আমি মনে করি না, কয়োমত কখনো সংঘটিতি হবে। আর (আসলই) যদি আমাকে আমার প্রভুর নকিট ফরিয়ি নেওয়া হয় তাহলে (সেখানে) আমি অবশ্বই এর চয়ে ভাগে প্রত্যাভর্তনস্থল পাবো। তার সাথে আলাপকালে তার (মুমনি) সাথী বলছেলি: ‘তুমি কি তাঁকে অবশ্বাস করো যিনি তোমাকে মাটি থেকে ও পরে বীর্য থেকে সৃষ্টি করছেন এবং তারপর একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষেরে আকৃতি দিয়ছেন? কনিতু আমি বশ্বাস করি, তিনিই আল্লাহ, আমার প্রভু। আর আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করি না।’ [সূরা কাহফ: ৩৫-৩৮]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গলে যে, কুফর (যা ঈমানেরে বপিরীত) কখনও অন্তররে অবশ্বাসেরে মাধ্যমে হতে পারে। তখন সটে অন্তররে কথা তথা বশ্বাসেরে বপিরীত। আবার কখনও অন্তররে কর্মেরে মাধ্যমে হতে পারে; যমেন আল্লাহ তায়ালা অথবা তার আয়াতসমূহ কথিবা তাঁর রাসূলকে ঘৃণা করার মাধ্যমে। তখন সটে ঈমানী ভালোবাসার সাথে সাংঘর্ষকি, যা অন্তররে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল। আবার কুফর কখনও স্পষ্ট কথা হতে পারে, যমেন: আল্লাহকে গালমন্দ করা। আবার কখনো প্রকাশ্য আমল হতে পারে, যমেন: মূর্তকি সজিদাহ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবাই করা। যমেনভিবে ঈমান অন্তর, জহিবা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরে মাধ্যমে সংঘটিতি হয় তমেনভিবে কুফরও অন্তর, জহিবা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরে মাধ্যমে সংঘটিতি হয়।

আমরা আল্লাহর কাছে কুফর ও এর শাখা-প্রশাখা থেকে পানাহ চাই। আমরা প্রার্থনা করি তিনি যেনে আমাদেরকে ঈমানেরে সাজে সজ্জতি করে তোলেনে এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত ও সঠিক পথেরে প্রদর্শক বানিয়ে দেন। আমীন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

তথ্যসূত্র:

- হাফযে হাকামীর রচতি ‘আ’লামুস সুন্নাহ আল-মানশূরাহ’ (পৃ. ১৭৭)।
- শাইখ আব্দুল আযীয আল-আব্দুল লত্বীফের রচতি ‘নাওয়াকদুল ঈমান আল-কাওলয়িয়া ওয়াল-‘আমালয়িয়া’ (পৃ. ৩৬-৪৬)।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-ক্বারনী ‘দ্বাওয়াবতুত তাকফীর’ (পৃ. ১৮৩-১৯৬)।